uttoron
Skills for better life

Chevron | swisscontact

উত্তরণ নিউজলেটার

উত্তরণ-উন্নত জীবনের লক্ষ্যে ❑ সংখ্যা ৭ ❑ নভেম্বর-জানুয়ারি ২০২২

হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসকের উত্তরণ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন এবং সার্টিফিকেট প্রদান

হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক ইসরাত জাহান গত ২৫ জানুয়ারি, ২০২২ নবীগঞ্জ উপজেলার আউশকান্দিতে অবস্থিত উত্তরণ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারীদের সাথে কথা বলে তাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা এবং ইচ্ছের কথা জানতে চান। পরবর্তীতে তিনি গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে সার্টিফিকেট প্রদান করেন। তিনি জীবনে দক্ষ হয়ে গড়ে ওঠার প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং যুবকদের দক্ষতা অর্জন করে দেশের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। উক্ত অনুষ্ঠানে গ্র্যাজুয়েটেরা উত্তরণের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এবং জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কাছ থেকে সার্টিফিকেট গ্রহন করতে পারার আনন্দের কথা ব্যক্ত করেন। এই অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন হবিগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মিন্টু চৌধুরী (সার্বিক), আউশকান্দি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং শেভরনের প্রতিনিধিগণ।

> “নিজের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হলে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। পাশাপাশি দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থেও দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম”
>
> ইসরাত জাহান
> হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসক

শেভরন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের উত্তরণ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন

শেভরন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট এরিক এম. ওয়াকার ২৮ নভেম্বর, ২০২১ উত্তরণ প্রকল্পের অংশীদার সংগঠন ইউসেপ বাংলাদেশ এবং ঢাকা আহছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। ইউসেপ বাংলাদেশ এবং ঢাকা আহছানিয়া মিশন যথাক্রমে প্যাকেজিং এন্ড ফিনিশিং অপারেশন ও মোবাইল ফোন সার্ভিসিং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে। পরিদর্শন কালে শেভরন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট শিক্ষার্থীদের কাছে তাদের উত্তরণ প্রকল্পের সাথে যুক্ত হবার কারণ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চান। প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এবং প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত দক্ষতা হাতে কলমে প্রদর্শন করে। পরিশেষে তিনি প্রকল্পের গ্র্যাজুয়েটদের সার্টিফিকেট প্রদান করেন এবং ভবিষ্যতে দক্ষ হয়ে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। অনুষ্ঠানে গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে থেকে দুজন প্রতিনিধি তাদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। এই পরিদর্শনে শেভরনের প্রেডিসেন্ট জনাব এরিক এম. ওয়াকার এর সাথে আরো উপস্থিত ছিলেন ইমরুল কবির চৌধুরি, ডিরেক্টর, কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স এবং খন্দকার তুষারুজ্জামান, ম্যানেজার, কম্যুনিটি এনগেজমেন্ট এ্যান্ড সোশ্যাল ইনভেস্টমেন্ট। এছাড়া জনাব মুজিবুল হাসান, কান্ট্রি ডিরেক্টর-সুইসকন্টাক্ট বাংলাদেশ, ডঃ মোহাম্মদ এম. এহসানুর রহমান, এক্সিকিটিভ ডিরেক্টর, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ আরও অনেকে অংশগ্রহন করেন।

এ্যাডভান্সড ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

গত ৩১ জানুয়ারী, ২০২২ এ আনুষ্ঠানিকভাবে খুলনা শিপইয়ার্ডে অ্যাডভান্সড ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করা হয়। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন খুলনা শিপইয়ার্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কমোডর শামসুল আজিজ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রথম ব্যাচের নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, *"এটি একটি ব্যতিক্রমী সুযোগ, এর মাধ্যমে অত্র প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা আন্তর্জাতিক চাকরির বাজারে আরও সাফল্য অর্জনের সুযোগ পাবে। খুলনা শিপইয়ার্ড এ প্রচেষ্টার একটি অংশ হতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত।"* প্রথম পর্যায়ে

মোট ২৬ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে প্রশিক্ষণের যাত্রা শুরু হয়। চার মাসের অত্যাধুনিক ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণ শেষ করার পর, আন্তর্জাতিক ওয়েল্ডিং সার্টিফিকেশন কর্তৃপক্ষ ব্যুরো ভেরিটাস (বিভি) দ্বারা প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন এবং সনদ প্রদান করা হবে।

uttoron
Skills for better life

Chevron | swisscontact

অ্যাডভান্সড ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রম চূড়ান্ত

আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অ্যাডভান্সড ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রম চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে উত্তরণ প্রকল্প ২ নভেম্বর, ২০২১ খুলনায় কারিকুলাম ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। আন্তর্জাতিক ওয়েল্ডিং সার্টিফিকেশন অথোরিটি ব্যুরো ভেরিটাস (বিভি) এবং খুলনা শিপইয়ার্ডের সমন্বয়ে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত ওয়ার্কশপ এ বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে কারিকুলামটি ভ্যালিডেট করা হয়। বিদেশে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য মানসম্মত সার্টিফিকেটের অভাব একটি অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। এরই প্রেক্ষিতে উত্তরণ প্রকল্প ব্যুরো ভেরিটাস কর্তৃক প্রত্যায়িত 3G-5G স্তরের উন্নত ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণ চালু করার জন্য সম্প্রতি খুলনা শিপইয়ার্ডের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। যেহেতু এখন পর্যন্ত দেশের কোনো বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে এ ধরনের কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা নেই, তাই উত্তরণ প্রকল্পের এই অগ্রগামী উদ্যোগটি বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন খাতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করবে। আশা করা যায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এই প্রশিক্ষণ উদ্যোগটি বিশ্ব বাজারে আমাদের কর্মীদের প্রবেশাধিকার সহজ করবে।

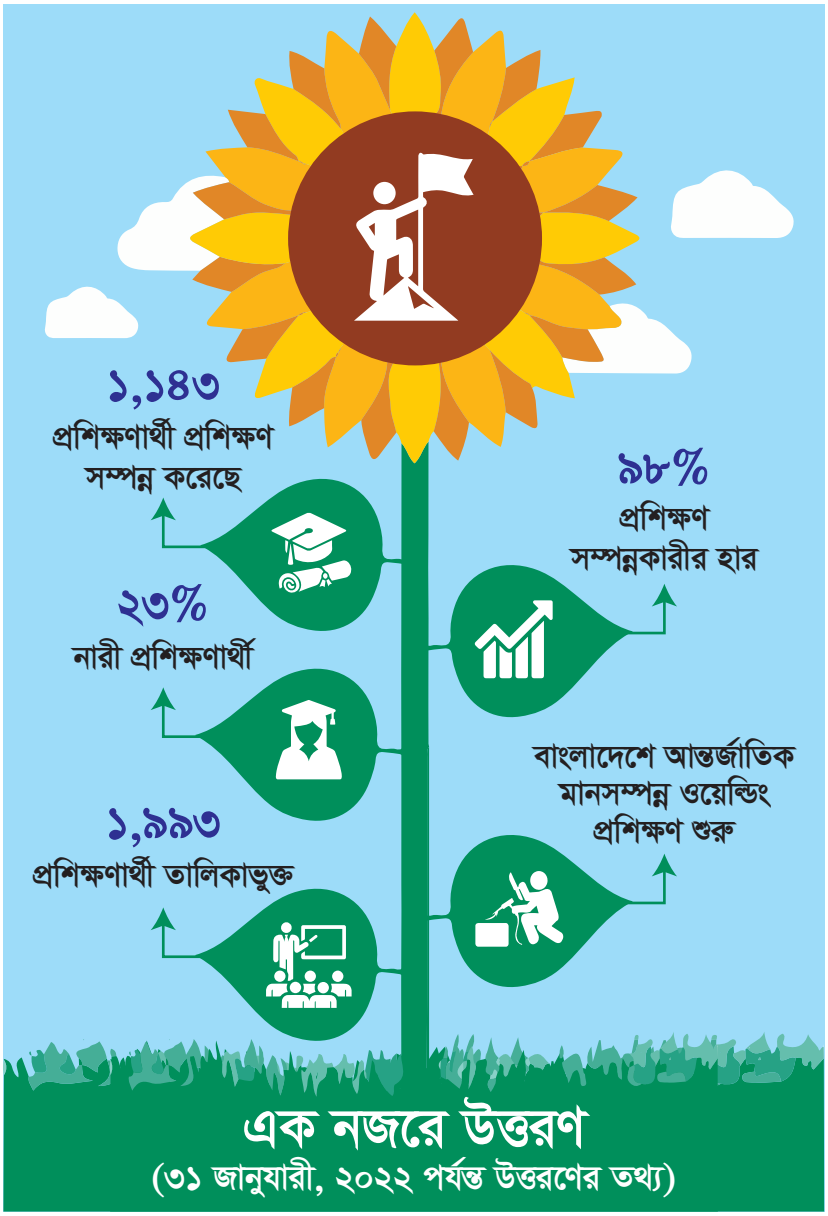

প্রশিক্ষকগণের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালা

3G/4G/5G লেভেলের এডভান্স ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণের মান নিশ্চিত করার জন্য উত্তরণ প্রকল্প এক মহতী পদক্ষেপ নিয়েছে। সেই উদ্যোগের অংশ হিসাবে ২৮-৩০ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে খুলনা শিপইয়ার্ডের প্রশিক্ষকদের জন্য ট্রেনিং অফ ট্রেইনার্স (টিওটি) কর্মশালার আয়োজন করে উত্তরণ প্রকল্প। প্রশিক্ষনের মান নিশ্চিত করার জন্য মানসম্পন্ন প্রশিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে CBT&A এর মান অনুযায়ী দক্ষতাভিত্তিক টিওটি আয়োজন করা হয়। খুলনা শিপইয়ার্ডে কর্মরত দশ জন প্রশিক্ষক এই কর্মশালায় অংশগ্রহন করেন। উক্ত কর্মশালায় কার্যকর যোগাযোগ, পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য (ওএইচএস), কার্য বিশ্লেষণ, মূল্যায়নের মান ইত্যাদি বিষয়ে সেশন নেওয়া হয়। এছাড়াও বাংলাদেশে সরকারের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মান, যোগ্যতা কাঠামো, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি এর বিভিন্ন স্তরের বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। পরিশেষে উক্ত কর্মশালায় প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রম সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়। আশা করা যায় উক্ত উদ্যোগটি প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে এবং একই সাথে প্রশিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নে সাহায্য করবে।

প্রি-ট্রেনিং ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সম্প্রতি প্রি-ট্রেনিং ওরিয়েন্টেশনের মধ্য দিয়ে উত্তরণ প্রকল্পের শেষ ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থী বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। নভেম্বর ২০২১- জানুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত ঢাকা, সিলেট, মৌলভিবাজার এবং হবিগঞ্জে ৮৬৬ জন প্রি-ট্রেনিং ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহন করে। তাদের মধ্য থেকে ৫৩৫ জনকে প্রশিক্ষণের জন্য বাছাই করা হয়।

uttoron
Skills for better life

Chevron | swisscontact

***নূরে জান্নাত**, ২১ বছর, ইস্টার্ণ হাউজিং ঢাকা*

স্বপ্ন পূরণের যাত্রা

নূরে জান্নাতের সাথে উত্তরণ থেকে যোগাযোগ করা হলে তিনি খুশি মনে ট্রেনিং সেন্টারে কথা বলতে চলে আসেন। উত্তরণ থেকে প্রশিক্ষণ পাওয়ার পরে সম্প্রতি তিনি চাকুরিতে যোগদান করেছেন। জীবনের এ নতুন ধাপে এসে উচ্ছসিত জান্নাত জানান, *"আমি বাসার কাছেই একটা মোবাইল ফোন সার্ভিসিং এর দোকানে কাজ করছি। ট্রেনিং শুরুর প্রথমে যে একটা দুশ্চিন্তা ছিল যে আমি কি দোকানে বা ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে পারবো কিনা সেই চিন্তা ট্রেনিং শেষ করার আগেই চলে গেছে। আমি আর দশজনের মত এখন একটা দোকানে মোবাইল ফোন ঠিক করার কাজ করি"* স্মিত হাসি দিয়ে বলেন জান্নাত।

ঢাকার পল্লবীর ইস্টার্ন হাউজিং এর বাসিন্দা ২১ বছর বয়সী নূরে জান্নাত। বাসায় আদর করে তাকে জান্নাত ডাকা হয়। বাসায় সবার ছোট জান্নাত। বড় বোন নার্সিং এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহন করছে। জান্নাতের বাবা ঢাকা আহছানিয়া মিশন টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী হিসেবে কর্মরত আছেন। বাবার প্রেরণাতেই উত্তরণের প্রশিক্ষণ গ্রহনে আগ্রহী হন তিনি। প্রশিক্ষণ এর পাশাপাশি পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য টিউশনিও করতেন জান্নাত। একটা ভাল চাকরি পাবার আশায় এবং জীবনে একটু পরিবর্তন এনে পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছা থেকেই উত্তরণের যাত্রা শুরু। প্রশিক্ষণ শেষ করার পর তার বাবার অনুরোধে এলাকার এক মোবাইল ফোন সার্ভিসিংয়ের দোকানে সকাল ১০টা থেকে ৫টা পর্যন্ত চাকরীর ব্যবস্থা হয়।

প্রশিক্ষণ গ্রহন করার ফলে কোন উপকার হয়েছে? উত্তরণ থেকে জানতে চাইলে উৎসাহের সাথে জান্নাত বলেন *"তিন মাসের ট্রেনিংয়ে অংশগ্রহন করে মোবাইলের বিভিন্ন পার্টস, অপারেটিং সিস্টেম, সোল্ডারিং-ডিসোল্ডারিং, এবং মোবাইল ফোন খুলে আবার রিএসেম্বেল করা এসব বিষয়ে শিখেছি। এখন আমি বিভিন্ন ধরণের মোবাইল ফোন সার্ভিসিং করতে পারি। আমি কাজ করে আনন্দ পাই কারন সহকর্মীরা আমাকে সার্ভিসিং সংক্রান্ত নিত্য নতুন বিষয় শিখতে সাহায্য করে। এখন যখন কাজে ঢুকেছি আমি আমার প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছি। প্রথম প্রথম অনেক কাস্টমার আমার কাছে মোবাইল ঠিক করতে দিতে চাইতো না, মেয়েরা কি পারবে এমন একটা চিন্তা সবার। আমার সহকর্মীরাই তাদের বলে কাজ দিয়ে দেখতে। এইরকম সমস্যা মোকাবেলা করার শক্তি হয়েছে আমার এখন।"*

আরো কিছুদিন অভিজ্ঞতা অর্জন করে ভবিষ্যতে মোবাইল ফোন ফ্যাক্টরিতে কাজ করার ইচ্ছা রয়েছে জান্নাতের। তিনি তার এলাকার অন্যান্য সমবয়সী নারীদের জন্য প্রেরণা স্বরূপ। সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে পাশ কাটিয়ে নারীর ক্ষমতায়নের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জান্নাত। জান্নাত বলেন *"মোবাইল ফোন তো জানেনা একজন মেয়ে না ছেলে সেটা চালাচ্ছে। ঠিক করার বেলায় কেন ছেলে মেয়ে আসবে? আজকে আমি যে বাসার বাইরে গিয়ে একটা চাকরি করছি, আমার যে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে তার পুরোটাই উত্তরণের প্রশিক্ষণের জন্য। আশা করি এই শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতাই আমার ভবিষ্যতের পথকে আরো সুন্দর করে তুলবে।"*